আবার এমন কোন ঋষি নাই, যাহাদের পরস্পরের মতের ভেদ নাই ; ধর্ম্মের তত্ত্ব মহানুভবগণের হৃদয়গুহাতেই নিহিত আছে। অতএব যে সাধনপথ অবলম্বনে মহাপুরুষগণ নিজ অভীষ্টবস্তু লাভ করিয়াছেন, সেই মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পন্থাই অভীষ্টবস্তু লাভের অভ্রান্ত উপায়। ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও ৭।৫ অধ্যায়ে এইরূপই বলিয়াছেন—

মতির্নকৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভি পদ্যেত গৃহব্রতানাং।
অদান্তগোভিবিশতাং তমিস্রং পুনঃপুন শ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাং॥

কৃষ্ণে মতি অন্য হইতেও হয় না, আপনা হইতেও হয় না, আর পরস্পর সমালোচনা দ্বারাতেও হয় না ; গৃহসুখ অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি ভরণ-পোষণ করিয়া রাখাই যাহাদের জীবনের একান্ত লক্ষ্য বা ব্রত, তাহারা অসংযত ইন্দ্রিয়ের আবেগে অজ্ঞানময় নরকে উধাও বেগে ধাবিত হইতেছে। তাহারা যাহা চিরকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাই আবার পুনরায় চর্ব্বণ করিতে সমুৎসুক। সেইসকল বহির্মূখ জীব যতদিন পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের চরণরজের দ্বারা নিজ অভিষেক প্রার্থনা না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের মতি শ্রীকৃষ্ণচরণকমল স্পর্শ করিতে পারে না। এই প্রমাণের দ্বারা মহাপুরুষের সঙ্গ বা কৃপাই যে ভগবৎ উন্মুখতার প্রতিকারণ—তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেইপ্রকার ভগবৎবর্হিমুখ জড়ীয় কর্ম্মাদি দ্বারাও শ্রীভগবৎ উন্মুখতা লাভ করাও সর্ব্বথা অসম্ভব। যেহেতু শ্রুতি প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎকৃতাকৃতাদন্যত্রভূতচি ভব্যাচ্চ।

সেই পরাতত্ত্ব বস্তু ধর্ম্ম হইতেও লাভ হয় না, অধর্ম্ম হইতেও লাভ হয় না ; কৃতকর্ম্ম হইতে, ক্রিয়মান কর্ম্ম হইতে, অথবা করিষ্যমান কর্ম্ম হইতেও লাভ করিতে পারা যায় না।

অর্থাৎ শ্রীভগবান ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কৃতকর্ম্ম, ক্রিয়মান কর্ম্ম ও করিষ্যমান কর্ম্মের অবিষয়। তিনি একমাত্র ভক্তিরই বিষয়। শ্রুতির অন্যত্রও পাওয়া যায়—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনেতি"।

ব্রাহ্মণগণ সেই চৈতন্যস্বরূপ নির্ব্বিষয় আত্মাকে বেদের অনুকুল বচনের দ্বারা জানতে ইচ্ছা করেন, এই আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যা দ্বারা ও অনশনের দ্বারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, ইত্যাদি শ্রুতিবচন কিন্তু ভগবতসাম্মুখ্য বিধানের জন্য যদি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল